# তাকওয়া

## আল্লাহর ভয়

মুফতী শাব্বীর আহমদ




# তাকওয়া

## আল্লাহর ভয়


**মুফতী শাব্বীর আহমদ**

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : দারুল উলূম হামিউস সুন্নাহ্
দত্তেরগাঁও, শিবপুর, নরসিংদী



**প্রকাশনায়**

**দারুল ফিকর**

দত্তেরগাঁও, শিবপুর, নরসিংদী
মোবাইল ঃ ০১৭৯০১৭৬৫৬০

**প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং**
**চতুর্থ প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০২০ ইং**

**প্রকাশক**
**মাওলানা মুয়াজ**

**পরিবেশনায়**
**মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ**
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

**স্বত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত**

**মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা**



# দু'টি কথা

**الحمد لاهله والصلاة على اهلها اما بعد**

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর সমগ্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর। সুতরাং বলাবাহুল্য যে, নসিহত বা উপদেশের কল্যাণ ধারা সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাবেঈন ও তবে-তাবেঈনের যুগ অতিক্রম করে বর্তমান জামানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। এর-ই ধারাবাহিকতায় এই সামান্য খেদমত।

কিতাবটি আমার বিভিন্ন সময়ের বয়ান থেকে সংকলন করা হয়েছে। আমি বয়ানটি দেখেছি এবং সংশোধনমূলক কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছি। আশা করি আমলের নিয়তে পড়লে পাঠকগণ উপকৃত হবেন।

এ কিতাবটি যেহেতু আমার বিভিন্ন বয়ান থেকে গৃহিত স্বতন্ত্র লিখিত কোন কিতাব নয়; তাই বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার মাঝে কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের কাছে আবেদন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে মেহেরবাণী করে অবহিত করবেন।

বিনীত
**শাব্বীর আহমদ**

# সূচিপত্র

তাকওয়া কী?/০৭
মুত্তাকী কে?/০৮
তাকওয়ার স্তর/১২
তাকওয়ার হক কী?/১৪
তাকওয়ার বরকত/১৫
সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া/১৬
রাখালের তাকওয়া/১৯
তাকওয়াই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি/২১
দুধে পানি মেশানোর ঘটনা/২৩
তাকওয়ার পুরস্কার/২৫
তাকওয়ার প্রভাব ব্যাপক/২৮
মেখল মাদ্রাসার ঘটনা/৩২
গুনাহের ক্ষতি/৩৩
ইচ্ছাকৃত ভাবে গুণাহ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার/৩৬
কে উত্তম?/৩৭
তাকওয়া অর্জনের সহজ পথ/৩৮
১. শায়খে কামেলের সোহবত/৩৮
নেক সোহবত/৪১
২. মৃত্যুর মুরাকাবা/৪৪
৩. ঘর থেকে বের হয়ে দ্বীনি পরিবেশে সময় লাগানো/৪৫
আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বীনের প্রতি দাওয়াত/৪৮
আল্লাহর সাহায্য/৫০
আল্লাহর পথে আহ্বানকারী অহংকার মুক্ত হয়/৫২
গুনাহ ছাড়ার উপায়/৫৩



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। (সাবধান! অন্য কোনও অবস্থায় যেন) তোমাদের মৃত্যু না আসে; বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম। সূরা আল-ইমরান-১০২

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা-

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার। সূরা বাকারাহ-১৮৯

## তাকওয়া কী?

তাকওয়া শব্দের অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা, ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করা, ভয় করা, বেঁচে থাকা, বিরত থাকা।

শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়, গুনাহ করার সকল উপকরণ থাকার পরও শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত না হওয়া।

এভাবেও বলতে পারি, পরকালীন ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং মুত্তাকী সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে পরকালীন ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

"সুকুনে ক্বলব" নামক কিতাবে আছে, কোন কিছু করার নাম তাকওয়া নয়; বরং ছাড়ার নাম হলো তাকওয়া। নফল নামাজ বেশী বেশী পড়া, তাহাজ্জুদের আদী হওয়া, মাসের পর মাস নফল রোযা রাখা এগুলোর

নাম তাকওয়া নয়; বরং তাকওয়া হলো- ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ঠিক রেখে গুনাহ ছেড়ে দেয়া। নফল ইবাদত করলো আবার গুনাহের মাঝে লিপ্ত হলো, এর নাম তাকওয়া নয়।

গুনাহ করার শক্তি আছে, দৃষ্টি শক্তি ঠিক আছে আবার সাথে সাথে নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে তাকানোর পূর্ণ সুযোগও আছে, এরপরও সে ঐ নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে, ইহাই হলো তাকওয়া।

কোরআনে আল্লাহ বলেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

(হে রাসূল!) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। সূরা নূর-৩০

পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের সম্পর্কে বলেন।

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

(হে রাসূল!) মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। সূরা নূর- ৩১

তাই আমরা দৃষ্টির হেফাজত করি। দৃষ্টির হেফাজত ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। দিলের মধ্যে খারাপ কল্পনা আসে, এর কারণও দৃষ্টি। কেননা, দেখার কারণে পরবর্তীতে তা দিলের মধ্যে ভেসে ওঠে।

## মুত্তাকী কে?

প্রতিদিন আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি। হজ্জের মাসে সামর্থ্যবানরা হজ্জ পালন করি। নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকরা যাকাত প্রদান করি। এই ইবাদত করার দ্বারা আমরা আল্লাহর অলী, কুতুব, বুজুর্গ হব, এমন ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই। তবে



আল্লাহর অলী হতে হলে এই ইবাদতগুলো ঠিক রেখে, আল্লাহকে ভয় করে, সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা (নিজেদের অন্তরে তাঁর ) ভয় রাখে। সূরা বাকারাহ-১৯৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। সুরা ইউনুস-৬২

যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আখেরাতের ব্যাপারে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং অতীতের কোন বিষয়ে দুঃখও থাকবে না। তবে যে সময়টুকু আল্লাহর যিকির বিহীন অতিবাহিত হয়েছে তার জন্য আফসোস করবে। আখেরাতে কোন ভয় ও পেরেশানি না থাকা, এত বড় নিয়ামত যে দুনিয়াতে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারা আল্লাহর বন্ধু ও অলী, পরের আয়াতে তা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী-

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

তারা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। সুরা ইউনুস-৬৩

কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যদি এমন হয়, আমি সবকিছু বিশ্বাস করি, তবে আযাব বিশ্বাস করি না। তাহলে কি আমার ঈমান থাকবে? না। কেননা আযাব সত্য। আল্লাহ আযাব দিয়ে থাকেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প সবই আযাব। কৃতকর্মের ফল স্বরূপ আল্লাহ্ আযাব দিবেন। আমরা

আযাব বলতে মনে করি, আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে অথবা অন্য কিছু নেমে আসবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

সাহাবায়ে কেরামগণের পুরা জীবনই ছিল তাকওয়ায় ভরপুর। তাঁদের প্রতিটি কাজে তাকওয়া প্রকাশ পেত। আল্লাহকে তাঁরা যে ভয় করত, তা তাঁদের কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কাজ-কর্মের দ্বারা প্রকাশ পেত।

সাহাবায়ে কেরাম তাকওয়ার শেষ প্রান্তে উপনীত এক কাফেলা। মূলত তাকওয়া কেমন হওয়া দরকার, খোদাভীতি কাকে বলে, তা তাঁরাই শিখিয়েছেন। বিবি বাচ্চা, ঘর-সংসার সবই ছিল, কিন্তু আখেরাতকে ভুলেন নি। নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামান্য দিলের মাঝে পরিবর্তন দেখলে এত বেশি চিন্তিত হতেন, যেন অনেক বড় অপরাধ করেছেন।

হযরত উসমান রা. দুনিয়াতে জান্নাতের সু-সংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী। তিনি যখন কবরের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন এত বেশি কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কবরের পাশ দিয়ে গেলে যে পরিমাণ কাঁদেন অন্য কখনো এ পরিমাণ কাঁদেন না, এর কারণ কী?
তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কবরই হলো পরকাল জগতের প্রথম ঘাঁটি। যে ব্যক্তি তা থেকে মুক্তি লাভ করবে, পরবর্তী ঘাঁটিগুলো তার জন্য আসান (সহজ) হবে। আমি জানি না, কবরে আমার অবস্থা কেমন হবে!

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

**وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ**



(হে নবী!) আপনি এই ওহীর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দিন, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের না কোন অভিভাবক থাকবে এবং না কোন সুপারিশকারী। যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। সূরা আনআম-৫১

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

**وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ**

(দুনিয়ায়) যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত। সূরা আর-রহমান-৪৬

হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

**جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن**

(صحيح البخارى -كتاب التفسير- باب تفسير سورة الرحمن-صحيح مسلم ج 1)

(জান্নাতের মধ্যে) দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমুদয় বস্তু স্বর্ণের তৈরী হবে। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে। জান্নাতবাসী এবং তাঁদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহর সত্তার উপর জড়ানো তাঁর বড়ত্বের চাদর ব্যতীত আর কোন কিছু থাকবে না। বুখারী ও মুসলিম।

কোন অভিভাবক থাকবে না, কোন সুপারিশকারীও থাকবে না, এমন অবস্থায় প্রতিপালকের নিকট সমবেত হতে হবে, শুধু মাত্র এই ভয়ে যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ, নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভয়ে খিয়ানত ছেড়ে দেয়, চোখের গুনাহ

ছেড়ে দেয়, জবানের গুনাহ ছেড়ে দেয়। এমনিভাবে যত প্রকার গুনাহ আছে কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়ে ছেড়ে দেয়। গুনাহ থেকে বিরত থাকার অন্য কোন কারণ নেই। না কোন ব্যক্তির ভয়, না কোন প্রশাসনিক চাপ, না অন্য কোন কারণ; বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকার একটি মাত্র কারণ, তা হলো আল্লাহর ভয় । এমন ব্যক্তির জন্য দুই জান্নাত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই জান্নাতের কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লিখিত হাদীসে এরশাদ করেছেন।

এমন জান্নাতের যদি আমরা মালিক হতে চাই, তাহলে আখেরাতের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর সব বস্তু থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। চাই সেটা আকাইদ ও আখলাক সংক্রান্ত হোক, কিংবা কথা-কাজ ও অবস্থা সংক্রান্ত হোক। ক্ষতির যেমন বিভিন্ন স্তর রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাকওয়ারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

## তাকওয়ার স্তর

প্রথম- কুফুর থেকে তাওবা করে ইসলামে প্রবেশ করা। চিরস্থায়ী আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আল্লাহর বাণী-

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

তাঁদের (সাহাবায়ে কেরামের) জন্য তাকওয়া অবলম্বনের বিষয় অপরিহার্য করে দিলেন। আর তাঁরাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। সূরা আল ফাতাহ ২৬

তাকওয়া এজন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, বান্দা যেন তাকওয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। প্রতিটি গুনাহ দ্বারা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব তৈরী হয়। কোন পিতা-মাতা যেমন চান না যে, সন্তান ও তাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হোক। আল্লাহ তা'আলাও চান না যে, বান্দা ও তাঁর মাঝে দূরত্ব তৈরী হোক। তাকওয়ার দাবি হলো



আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে রাখা। তাকওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মেহেরবানী। আল্লাহ চান যে, বান্দা গুনাহ থেকে বেঁচে তাকওয়ার বরকতে আমার বন্ধুত্বের তাজ তার মাথার উপর রাখুক।

দ্বিতীয়- নফসকে কবীরা, ছগীরা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ থেকে বিরত রাখা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন উভয় প্রকার গুনাহ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই যারা পাপ কামাই করে, তাদেরকে শীঘ্রই ঐ সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে তারা লিপ্ত হত। সূরা আনআম-১২০

তৃতীয়- যে সকল বস্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে তা পরিহার করা, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া। এ স্তরের তাকওয়াই কামেল ও কাম্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত।

সূরা আল-ইমরান- ১০২

## তাকওয়ার হক কী?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ রা. ও হাসান বছরী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হলো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা। আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা। আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা। কখনও তাকে না ভোলা। সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অকৃতজ্ঞ না হওয়া। মা'রেফুল কুরআন পৃ.- ১৯১